দৈনিক

তারিখ 25/11/78

265

শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের পাঁচদফা দাবী

(স্টাফ রিপোর্টার)

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে বেসরকারী শিক্ষকদের পেশাগত মর্যাদা রক্ষা চাকরিবিধি ও বেতন কাঠামো প্রবর্তন এবং সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে তাদের পাঁচ দফা দাবী পূরণের আহবান জানিয়েছেন।

গতকাল শুক্রবার জাতীয় প্রেস-ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ এ আহবান জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের আহবায়ক মাওলানা আবদুল মান্নান, জনাব খলিলুর রহমান ও আবদুল মান্নান প্রমুখ।

নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন যে সরকারী স্কুল-কলেজের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে সরকার আরও বৈষম্য সৃষ্টি করছেন। তারা উল্লেখ করেন যে পরিসংখ্যান অনুযায়ী সাহায্য হিসাবে একটি সরকারী কলেজ পাচ্ছে বছরে ১১ লাখ ন হাজার টাকা এবং একটি বেসরকারী কলেজ পাচ্ছে ৬৮ হাজার টাকা। একটি সরকারী স্কুল পাচ্ছে বছরে দু লাখ এক হাজার টাকা এবং একটি বেসরকারী স্কুল পাচ্ছে ১৪ হাজার ৩শ ৯০ টাকা। একই অবস্থা মাদ্রাসা শিক্ষা ক্ষেত্রেও।

এ প্রসঙ্গে নেতৃবৃন্দ আরও উল্লেখ করেন, বিদ্যমান এ বৈষম্যের পরেও সরকার ১৮টি কলেজকে সরকারীকরণ, সাতশ মাধ্যমিক স্কুল ও ১৯টি মাদ্রাসার উন্নয়ন কল্পে প্রায় ২৫ কোটি টাকার একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে শিক্ষাক্ষেত্রের বৈষম্য আরও বৃদ্ধি পাবে। তারা এই বরাদ্দকৃত অর্থ সকল প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নকল্পে সমভাবে বন্টনের দাবী জানান।

নেতৃবৃন্দ সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ন্যায় বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও ভর্তুকী প্রদানের দাবী করেছেন। বেতন কাঠামোর শতকরা ৬০ ভাগ সরকার প্রদান করবেন এবং বাকী ৪০ ভাগ আসবে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয় থেকে। হিসেব অনুযায়ী কলেজের জন্য ৭ কোটি, স্কুলের জন্য ১৪ কোটি এবং মাদ্রাসার জন্য ৫ কোটি টাকা দরকার হবে বলে তারা উল্লেখ করেন।

ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ আগামী ৩০শে ডিসেম্বরের আগে দাবী পূরণের আহবান জানান। তারা বলেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দাবী পূরণ না হলে ৩০শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিতব্য প্রতিনিধি সম্মেলনে পরবর্তী কর্মসূচী গৃহীত হবে।